SHEPHERDS BANGLADESH
BARISAL
COLLEGE ROW

গঠনতন্ত্র

SHEPHERDS BANGLADESH

সেফার্ডস্ বাংলাদেশ

১ নং ধারা ঃ ক) অত্র সংস্থাটি SHEPHERDS BANGLADESH নামে পরিচিত হইবে।
খ) SHEPHERDS এর আক্ষরিক অর্থ হইবে।

S- SPIRITUAL

H- HEALTH

E- EDUCATION

P- POPULATION

H-HYGENIC

E- ENVIRONMENT

R- RURAL

D- DEVELOPMENT

S- SOCIETY

গ) ইহা সম্পূর্ন অরাজনৈতিক সেবা মূলক সংস্থা (N .G .O) হিসাবে কাজ করিবে।

২নং ধারা ঃ প্রতিষ্ঠা কাল ২৫শে ডিসেম্বর , ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ।

৩নং ধারা ঃ কার্যালয় ঃ বর্তমানে কলেজ রো বরিশালে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থান্তর করা যাইবে।

৪নং ধারা ঃ কর্ম এলাকা ঃ বর্তমানে বরিশাল অঞ্চল তবে ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের মতামত অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশে অত্র সংস্থার কার্যক্রম বিস্তৃত করা হইবে।

৫ নং ধারা ঃ বৈশিষ্ট ঃ

ক) সমাজের অসচেতন মানুষের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা।

খ) অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের নূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরনে সহায়তা করা।

গ) রাজনৈতিক মতোভেদের উর্দ্ধে থেকে অসাম্প্রদায়ীক ও কুসংস্কার মুক্ত জাতি গঠনে সহায়তা করা।

৬নং ধারাঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক) মানুষের আর্থিক ও মানবিক গুনাবলী জাগিয়ে তোলা।

খ) অসহায় ও বঞ্চিত লোকের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিৎ করা। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারনা দেওয়া। গর্ভবতি ও প্রসুতি মহিলাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিৎ করা। গর্ভবতি, প্রসুতি ও নবজাতকের পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা, নিরাপদ মাতৃত্ব। এবং ক্রেডিট প্রোগ্রাম সহ সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘুর্ণায়মান লোন প্রকল্প চালুকরা ও সেফার্ডস্ এর আক্ষরিক অর্থের আওতায় যত কার্যক্রম পরে সেই কার্যক্রম বা প্রকল্প জাতির মঙ্গলার্থে বাস্তবায়ন করা।

অনুমোদিত

SECRETARY
SHEPHERDS BANGLADESH
COLLEGE-ROW

গ) জাতিকে নিরক্ষরতা অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

ঘ) দারিদ্রের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে দক্ষ জনগোষ্ঠি গড়ে তোলা, আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে বাস্তব উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রকল্প প্রনয়নের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সহজ সর্তে ঋণ প্রদান, সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা। শারিরীক ও মানষিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য খেলাধুলা ও চিত্ত -বিনোদনের ব্যবস্থা করা। মানসিক ও শারিরীক প্রতিবন্ধীদের পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করা।

ঙ) সুস্থ ও সুন্দার পরিবেশ নিশ্চিৎ করার লক্ষিত জনগোষ্ঠিকে সচেতন করা এবং প্রযুক্তিগত সহযোগীতা সহ সেনিটেসন সামগ্রিক সহজলভ্যতা নিশ্চিৎ করা।

চ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং পুষ্ঠি চাহিদা পূরনের লক্ষে বনজ ও ফলজ বৃক্ষ রোপনে উৎসাহিত করা এবং সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

ছ) গ্রামীন জনগোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা।

জ) সংস্থা সমস্ত জাতীয় দিবস এবং জাতিয় শোক দিবস সমূহ যথাযথ ভাবে পালন করিবে। এর ছাড়া সংস্থার কোন সদস্য /কর্মকর্তা মৃত্যু বরন করিলে ১ (এক) দিনের শোক দিবস পালন করা হইবে।

৭নং ধারা ঃ- ক) সাধারন সদস্য ঃ

সংস্থার কর্ম এলাকার মধ্যে সংস্থার লক্ষ্য ও আর্দশে বিশ্বাসী যে কোন পুরুষ/মহিলা কার্যকরি পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্থার নির্ধারিত ফরম পূরন পূর্বক সাধারন সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন। সাধারন সদস্য পদ লাভের জন্য প্রথমে ৫০/= টাকা ভর্তি ফি ও পরবর্তিতে ১০/= টাকা হারে মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে।

খ) সাধারন সদস্য পদ বিলোপ ও বাতিল ঃ

১। সংস্থার স্বার্থ বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হলে, পরপর ছয় মাস মাসিক চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হলে অথবা নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পূর্বানুমতি ব্যতিত পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে, সদস্য পদ বিলোপ/বাতিল করা হইবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের বরাবরে লিখিত আবেদন পূর্বক কার্যনিবাহী পরিশোধের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি নেওয়া যাইবে।

গ) সদস্য পদ পূর্ণবহাল ঃ-

কোন কারনে সদস্য পদ বাতিল হইলে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অঙ্গিকার সহ কর্তৃপক্ষের বরাবরে লিখিত আবেদন করলে কার্যনির্বাহী কমিটি তদন্ত সাপেক্ষে সদস্য পদ পূর্ণবহাল করতে পারবেন।

৮নং ধারা ঃ- অর্থের সংস্থান ঃ-

ক) সাধারন সদস্যে দেয়া ভর্তি ফি।

খ) সাধারন পরিষদ ও কার্যকরি পরিষদের সদস্যে দেয়া মাসিক চাঁদা।

গ) ব্যক্তিগত অনুদান।

ঘ) দাতা সংস্থা কর্তৃক বরাদ্ধকৃত অর্থ।

অনুমোদিত

উপ-পরিচালক

SECRETARY

ঙ) সরকারের নিকট থেকে নির্দৃষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা।

৯নং ধারা ঃ- তহবিল পরিচালনা ঃ-

অত্র সংস্থার তহবিল পরিচালনা জন্য সংস্থার নিজস্ব নামে যে কোন তপশীলি ব্যাংক একাউন্ট খোলা হইবে। সংস্থার যাবতীয় অর্থ উক্ত ব্যাংক একাউন্ট জমা হইবে। সংস্থার সভাপতি, সাধারন সম্পাদক এবং কোষাধক্ষ্যের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট খোলা হইবে। উল্লোখিত তিন জনের মধ্যে যে কোন দুইজনের স্বাক্ষরে সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলন করা যাইবে। উত্তোলিত টাকার খরচের হিসাব আলাদা রেজিষ্টারে রাখা হইবে এবং ক্যাশ বহিতে উত্তোলন করা হইবে।

১০নং ধারা ঃ- পরিষদ ঃ-

সাধারন পরিষদ, কার্যনিবহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদর নামে তিনটি পরিষদ থাকিবে।

১১নং ধারা ঃ- সাধারন পরিষদের গঠন, দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ-

ক) সাধারন পরিষদ সর্বোচ্চ পরিষদ হিসাবে সংস্থার নীতি নির্ধারনী সহ যাবতীয় কাজ তদারক করিবেন।

খ) সাধারন পরিষদ সংস্থার যাবতীয় কাজ পরিচালনার জন্য কার্যনিবহী পরিষদ গঠন করিবেন। সাধারন পরিষদ দুই বছর পরপর কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করিবেন। বছরে কমপক্ষে একবার সাধারন পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভার সংস্থার এক বছরের কাজের ক্ষতিয়ান পর্যালোচনা করা হইবে এবং ঐ সভার সিদ্ধান্ত সংস্থার জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপিত হইলে বা কোন সদস্যের পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে সাধারন সভা ডাকিয়া দুই তৃতীয়াংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

ঘ) সাধারন পরিষদ বার্ষিক বাজেট অনুমোদন ও আয় ব্যয়ের বাজেট হিসাব পরীক্ষা করিবেন এবং অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্ধের অনুমোদন প্রদান করিবেন।

ঙ) অত্র সংস্থার সুনাম আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখার স্বার্থে সচেষ্ট থাকিবেন।

চ) ২২ (বাইশ) জন সদস্য সমন্বয়ে সাধারন পরিষদ গঠিত হইবে।

১২নং ধারা ঃ- কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ সংস্থার যাবতীয় কাজের জন্য সাধারন পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারন সভা আহবান এবং নির্বাচন কমিটি গঠনের ক্ষমতা প্রাপ্ত থকিবেন।

গ) গঠনতন্ত্রের কোন ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের প্রস্তাব আনায়ন করিবেন।

ঘ) প্রয়োজনে তিন সদস্য বিশিষ্ট উপ-কমিটি গঠন করিবেন।

১। আহবায়ক

২। সাধারণ সদস্য ২ (দুই) জন।

অনুমোদিত

উপ-পরিচালক

SECRETARY
SHEPHERDS BANGLADESH
COLLEGE ...
BARISAL

ঙ) সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ ও বদলী করিতে পারিবেন।
চ) সংস্থার অর্থায়নের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ সার্বিক ক্ষমতা প্রাপ্ত থাকিবেন।
ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারন পরিষদের সভায় যাবতীয় বাজেট পেশ করিবেন এবং যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিবেন।

১৩ নং ধারা ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

সাধারন পরিষদের মধ্য হইতে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ, সাধারন পরিষদের বার্ষিক সভায় নির্বাচিত হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাগনের রুপ রেখা নিম্ন রুপ হইবেঃ

ক) সভাপতি	১ (এক) জন।
খ) সহ-সভাপতি	১ (এক) জন।
গ) সাধারন সম্পাদক	১ (এক) জন।
ঘ) সহকারী সাধারন সম্পাদক	১ (এক) জন।
ঙ) কোষাধাক্ষ্য	১ (এক) জন।
চ) সাধারন সদস্য	২ (দুই) জন।

কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ-

ক) সভাপতিঃ- তিনি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।সংগঠনের স্বার্থ সংরক্ষনের সততার সহিত যত্নবান হইবেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্যের সাথে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। সাধারণ সম্পাদক কে কার্যপরিচালনা ও সভা আহবানের জন্য পরামর্শ প্রদান করিবেন।

খ) সহ- সভাপতিঃ- সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির যাবতীয় দায় দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত থাকিবে। এ ছাড়া ও তিনি সংস্থার সততা ও সুনাম রক্ষার্থে অন্যান্য সকলের সাথে যৌথভাবে কাজ করিবেন।

গ) সাধারন সম্পাদক ঃ- তিনি সংস্থার সকল সভা আহবান করিবেন। সংস্থার সকল কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। সংস্থার যাবতীয় দলিল পত্র সংরক্ষনে দায়িত্ববান হইবেন। তিনি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রকল্প সমূহের প্রধান সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং একই সাথে সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের ও দায়িত্ব পালন করিবেন। ইহা ছাড়া ও সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঘ) সহ- সাধারন সম্পাদক ঃ- সাধারন সম্পাদককে তাহার কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবেন এবং সাধারন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ) কোষাধাক্ষ্য ঃ- তিনি সংস্থার আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষন করিবেন, ক্যাশ বই সংরক্ষন যত্নবান হইবেন এবং সাধারন সম্পাদকের মাধ্যমে আয় ব্যয়ের হিসাব, নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইবেন। এবং সংস্থার হিসাব নিকাশের অডিটের ব্যবস্থা করাইবেন।

অনুমোদিত

উপ-পরিচালক

১৪নং ধারা ঃ- উপদেষ্টা পরিষদ ঃ-

ক) সংস্থার কার্য পরিচালনার জন্য নির্বাহী পরিষদকে যাবতীয় পরামর্শ প্রদান করিবেন।

খ) সংস্থার কার্য পরিচালনায় আইনগত সমস্যা সৃষ্টি হইলে সে ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করিবেন।

১৫নং ধারা ঃ- গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ-

গঠনতন্ত্রের সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এর প্রয়োজন হইলে সাধারন পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন করা যাইবে। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পুর্বে সাধারন পরিষদের সভা আহবানের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

১৬নং ধারা ঃ- পদ শুন্যতা ঃ-

নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে বা মারা গেলে অথবা অন্য কোন ভাবে তার পদশুন্য হইলে নির্বাহী পরিষদের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সাধারন পরিষদের মধ্য থেকে পদ পুরণ করা যাইবে।

১৭নং ধারা ঃ- কার্যালয় স্থাপন ঃ-

বর্তমানে বরিশাল কলেজ- রোড অস্থায়ী কার্যালয় সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসাবে বিবেচিত হইবে। পরিবর্তীতে কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিত্তিতে ঢাকা অথবা অন্যত্র শাখা কার্যালয় স্থানান্তর করা হইবে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রয়োজনে বাংলাদেশের সমস্ত এলাকায় শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাইবে।

১৮নং ধারা ঃ- অনাস্থা বা বহিস্কার ঃ-

ক) নির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্য/যে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উথাপিত অনাস্থা প্রস্তাব নির্বাহী পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হইবে।

খ) নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য বা কোন কর্মকর্তা যদি পদত্যাগ করিতে চায় তবে সভাপতির নিকট কারন উল্লেখ পূর্বক পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে হইবে।

গ) সভাপতি পরবর্তীতে সভার আলোচ্য সূচীতে বিষয়টি অর্ন্তভূক্তির জন্য সাধারন সম্পাদককে পরামর্শ দিবেন। উক্ত সভায় যদি পদত্যাগ পত্র গ্রহন করা হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্য/কর্মকর্তা দায়িত্ব থেকে অব্যহতি লাভ করিবেন।

ঘ) সংস্থার সকল কার্যক্রমে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক গঠনতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলবেন। নির্বাহী পরিষদ যদি মনে করেন সংস্থার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা যারা সংস্থার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও সংস্থার পরিপন্থি কাজ সংগঠিত হচ্ছে তবে প্রাথমিক ভাবে তাহাকে সতর্ক করে দেওয়া হবে। যদি তাতে সংশ্লিষ্ট সদস্য/কর্মকর্তা সংশোধিত না হয়, তবে তাহার উপর ৩ (তিন) দিনের সময় দিয়ে কারন দর্শনের নোটিশ জারি করানো হবে। নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হইলে বা কোন জবাব না পাওয়া গেল নির্বাহী পরিষদ এই বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন। সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী চুড়ান্ত স্বাস্তি মূলক ব্যবস্থা হবে বহিস্কার।

অনুমোদিত

উপ-পরিচালক ও ... কর্তৃপক্ষ

G. SECRETARY
SHEPHERDS BANGLADESH
COLLEGE ROW
BARISAL—8200

নং ধারা ঃ- নিরিক্ষা ঃ-

ক) সাধারন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) সদস্যের নিরিক্ষক দল সংস্থার যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা নিরিক্ষা করিবেন। এক্ষেত্রে সংস্থার কোষাধ্যক্ষ যাবতীয় বিল ভাউচার নিরিক্ষা কমিটির নিদিষ্ট উপস্থাপন করিবেন এবং ৩০শে ডিসেম্বর এর মধ্যে নিরিক্ষা রিপোর্ট সাধারন সম্পাদক এর নিকট দাখিল করিবেন।

খ) নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অথবা তাহার প্রতিনিদি দ্বারা অডিট কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

অথবা,

সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন নিরক্ষক দল কে সংস্থার হিসাব পরীক্ষা নিরিক্ষার সুযোগ ও সহযোগীতা দিতে হইবে।

০নং ধারা ঃ- সভা আহবান ঃ- রিকিউজিশন সভা আহবানের নিয়মাবলিঃ-

ক) স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সকল সভায় অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাহী পরিষদের সভা আহবানের জন্য সাধারন সম্পাদক সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সভার তারিখ/সময় নির্ধারন করিবেন এবং বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন। কমপক্ষে প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর একবার নির্বাহী পরিষেদে সভা অনুঠিত হইবে।

খ) সাধারন পরিষদের সভা বৎসরে ১ (এক) বার অনুষ্ঠিত হইবে, তবে প্রয়োজনে একাধিক সাধারন পরিষদের সভা আয়োজন করা হইবে। সাধারন পরিষদ সভা১৫ (পনের) দিনের, নির্বাহী পরিষদের সভা ৭ (সাত) দিনের এবং জরুরী সভা ২৪ ঘন্টায় নোর্টিশে অনুষ্ঠিত করা হইবে। নোর্টিশ বহিতে সভার স্থান, তারিখ, সময় ও আলোচ্য বিষয়বলি এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের উপস্থিতে সভার কোরাম হইবে।

গ) যদি কোন কারনে নির্ধারিত সময়ে নির্বাহী পরিষদের সভা আহবান না করা হয় এবং সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক সভা আহবানে যদি ব্যর্থ হন তবে সাধারন পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য সভা আহবানের জন্য সভাপতির নিকট আবেদন জানাইবেন। সভাপতি ৭(সাত) দিনের মধ্যে সভা আহবানে ব্যর্থ হইলে সাধারন পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের অনুমতিক্রমে ৩ (তিন) জনের যৌথ স্বাক্ষরে রিকিউজিশন সভা আহবান করতে পারবেন। এই সভায় সিদ্ধান্ত সংস্থার সকলের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

২১নং ধারা ঃ- নির্বাচন ঃ-

ক) ২৫ (পঁচিশ) বৎসর বা তদোর্ধ যে কোন সদস্য কার্যকরি পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন। এবং সাধারন সদস্যের হিসাবে যোগ্য যে কোন ব্যক্তি, যে কোন পদের জন্য প্রতিদন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

খ) ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারন পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

গ) কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার দুই মাস পূর্বেই ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করিতে হইবে। নির্বাচন কমিশন বিধি মোতাবেক, নির্বাচনের এক মাস পূর্বেই ভোটের লিষ্ট প্রনয়ন করিবেন।

অনুমোদিত

SECRETARY
BANGLADESH
COLLEGE ROW
BARISAL-8200

ঘ) নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষা নির্বাচনের স্বার্থে নিয়ম অনুযায়ী যে কোন নির্দেশ জারি এবং সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

ঙ) স্থানীয় গন্য মান্য ব্যক্তি/নির্বাচনে অংশ গ্রহন করিবেন না এইরুপ সাধারণ পরিষদ ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে।

২২নং ধারা ঃ- নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতী ঃ-

সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতীর জন্য সাধারন সম্পাদক/নির্বাহী পরিচালকদের প্রধান করে ৩ (তিন) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হইবে। কমিটির অন্যান্য দুই জন সদস্য কে হইবেন তাহা কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন।

২৩নং ধারা ঃ-

সংস্থার যাবতীয় খরচ সমূহ নিদৃষ্ট বিল/ভাউচার এর মাধ্যমে হইতে হইবে। কোষাধ্যক্ষ/সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে অনুমোদিত বিল/ভাউচার নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হইতে হইবে। বাজেট বহিরভূক্ত কোন খরচ এর প্রয়োজন হইলে সাধারন পরিষদের সভায় উহা অনুমোদিত হইতে হইবে।

২৪নং ধারা ঃ- বিলুপ্তি ঃ-

যদি কোন কারনে এই সংস্থা বিলুপ্তি বা ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সাধারণ পরিষদ সংখ্যা গরিষ্ঠ সমর্থনে বিলুপ্তির জন্য রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যাবতীয় সম্পত্তি অনুরুপ জনকলাণ মূলক সমিতি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন দান করা যাইতে পারে।

অনুমোদিত

-ঃ সমাপ্ত ঃ-